গল্পে গল্পে
প্রবাদ-প্রবচন

গল্পে গল্পে
পবাদ-প্রবচন

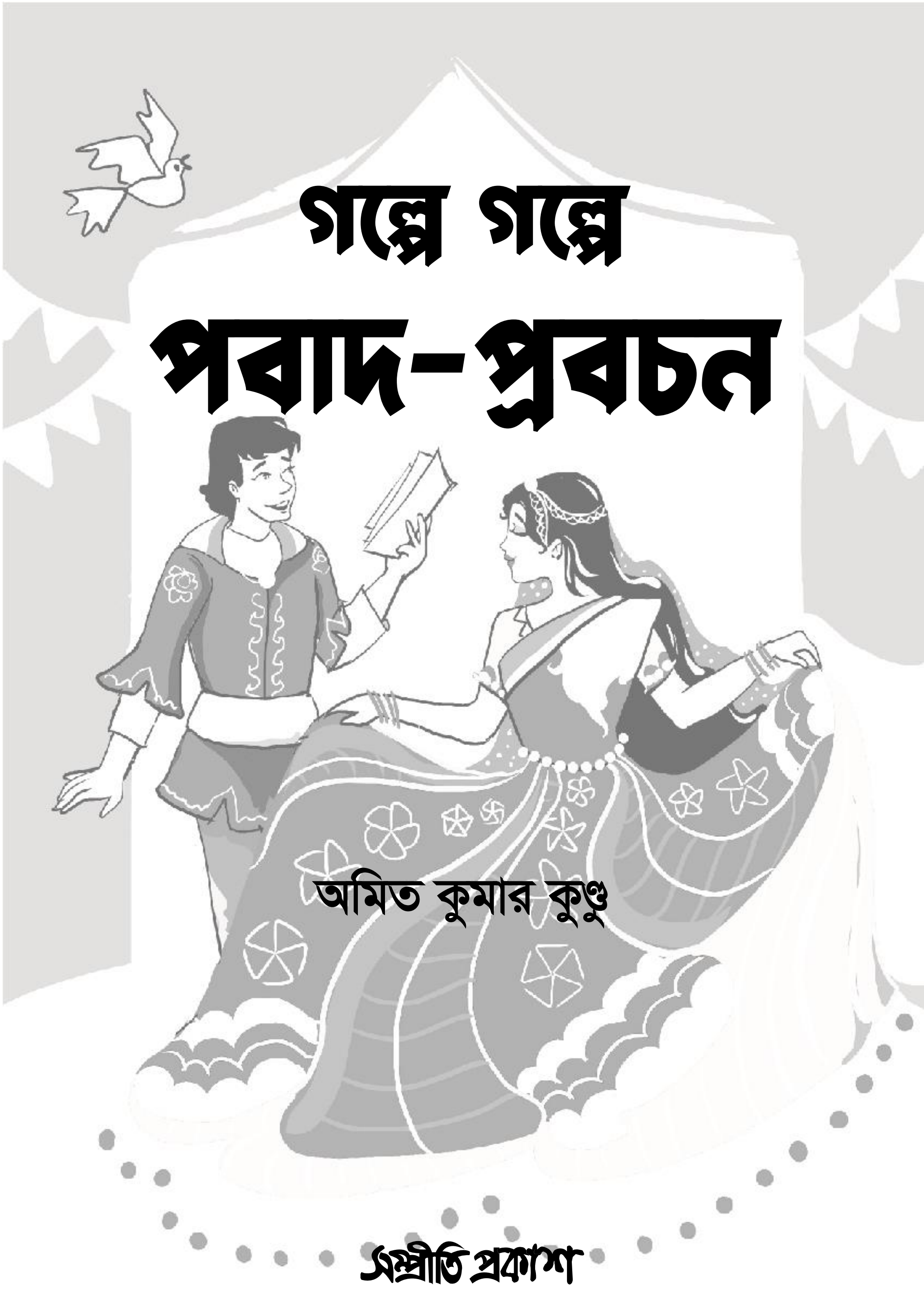

অমিত কুমার কুণ্ডু

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

প্রিয়াংকা রানী ভদ্র

আরুশ কুণ্ডু আর্য

আমাদের আলোকিত মুখ

আমাদের সবটুকু সুখ।

মুখবন্ধ

রূপকথা পছন্দ করে না, এমন শৈশব একটিও নেই। শিশুমন রূপকথার অচেনা-অজানা জগতে বিচরণ করতে পছন্দ করে। এ বইয়ের গল্পগুলো রূপকথার। এ বইয়ের গল্পগুলো নীতিকথার। এ বইয়ের গল্পগুলো নৈতিকতার। রূপকথার আদলে নীতিশিক্ষা দেবার প্রচলন বহু বছরের। এ বইটিতে সেই কাজটিই করা হয়েছে। রূপকথার আদলে নীতিশিক্ষা দেবার কাজ। তাই এ বইয়ের গল্পগুলো যতটা না রূপকথার, তার থেকে বেশি বোধহয় নীতিকথার। বেশি বোধহয় নৈতিকতার। সে রূপকথা হোক, আর নীতিকথা হোক। লক্ষ্য তো একটিই– সেটা শিশুমনে জীবনবোধ জাগ্রত করা। শিশুদের জীবনকে রঙিন করে তোলা। সেই তাগিদ থেকেই বইটির এক একটি গল্প লেখা হয়েছে।

এ বইটি পড়লে জানা যাবে, একই বোতলে বিষ ও ওষুধ যেমন রাখা যায় না, তেমনি পরস্পর বিপরীত শ্রেণির কাজও একজনকে দিয়ে করানো যায় না, করতে গেলেই বিপত্তি। করতে গেলেই গণ্ডগোল।

তেমনি জীবন চলার পথে একথা কখনোই ভুলে যেতে নেই, সবার আগে প্রতিবেশী। সে গরিবই হোক, আর ধনীই হোক। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুব্যবহার করা জ্ঞানীর কাজ। প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। ভালো মানুষের কাজ।

আবার প্রতিযোগীকে দুর্বল ভেবে অবহেলা করাই যে হেরে যাওয়ার প্রধান কারণ, সেটিও জানতে পারি এ বই থেকে। কাউকেই দুর্বল ভাবা উচিত নয়। প্রকৃতি সকলকেই নিজ নিজ গুণ ও জ্ঞান দিয়ে তৈরি করেছে। সকলের মধ্যেই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত গুণের আঁধার রয়েছে। সেটা যে বুঝতে পারবে, জয় তারই হবে।

একইভাবে নিজের ভালোটি বুঝতে হয়। একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ালে নিজেদেরই ক্ষতি। নিজের ক্ষতি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর বুদ্ধিমান মানুষ নিজের ক্ষতি করতে একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না।

সবসময় নিয়তিকে মেনে নিতে হয়, মেনে নিতে হয় বাস্তবতাকেও। যা অবশ্যম্ভাবী, তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। জ্ঞানী মানুষ নিয়তিকে মেনে নেয়।

কারণ আমাদের নিয়তি আমাদের হাতে নেই। আর প্রকৃতি আমাদের নিয়ন্ত্রাধীনও নয়। সবকিছু আমাদের ইচ্ছেমতো হয় না। সকল কিছু আমাদের ইচ্ছাধীনও নয়। তাই সব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে জীবনের পথ চলতে হয়। জীবনের পথে অনেক বাধাবিপত্তি আসে। সেগুলো দুপায়ে মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আর সবসময় সকল কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রস্তুত থাকা আর নিজেকে সকল কিছুর জন্য প্রস্তুত রাখাই জ্ঞানীর কাজ। অজ্ঞানী তো সর্বদা অপ্রস্তুত।

দুষ্টু লোকের কথা শুনে কাজ করতে গেলে কোনো কাজই করা হয় না। নিজের বুদ্ধিতে নিজের কাজ করতে হয়। কোনো কাজ করার সময় এক এক জন মানুষ এক এক ধরনের কথা বলে। এক এক ধরনের পরামর্শ দেয়। সকলের পরামর্শ মেনে নিলে আর জীবন সুন্দর হয় না। জীবন রঙিন হয় না। তাই জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়। জীবনের পথ নিজের বুদ্ধিতে চলতে হয়।

অন্যদিকে প্রকৃতিতে যার মূল্য যত কম, তার প্রাপ্যতা তত বেশি। অথবা এমনভাবে বলা যায়, যার প্রাপ্যতা যত কম, তার মূল্য তত বেশি। এজন্য নিজেকে সস্তা করে তুলতে নেই। নিজেকে সাধারণ করে তুলতে নেই। সাধারণের মতো জীবনযাপন করে অসাধারণ চিন্তা-চেতনা করাই বড়ো মানুষের কাজ। সাধারণের মধ্য থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার চেষ্টা আমাদের জীবনভর করতে হয়ে। তবে কাউকে ঘৃণা বা হিংসা করতে নেই। সকলকেই ভালোবাসতে হয়। এই বইটি পড়ে আমরা সেই চিরন্তন ভালোবাসার পাঠটিও পাই।

মানুষের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। সে আজই হোক আর অনন্তকাল পরেই হোক। সেজন্য কোনো অন্যায় কাজ করার আগে তার পরিণাম ভেবে সাবধান হতে হয়। সাবধান না হলে কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেতে হয়। আফসোস করতে হয়। আর অন্যায় কাজ তো বন্দুকের গুলির মতো, একবার করে ফেললে আর ভালো কাজ দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলা যায় না। নিজের ভাবমূর্তি ফিরিয়েও আনা যায় না। এজন্য সদা সতর্ক হয়ে জীবনযাপন করতে হয়।

একইভাবে অচেনা, অজানা স্থানে অচেনা কারো সঙ্গে একা বেড়াতে আসা মোটেও ঠিক নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে অতিথি হিসেবে যে আসে, তার ক্ষতিসাধন করাও ভীষণ অনৈতিক। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করাও দণ্ডনীয়। এসব বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হয়। এই শিক্ষাও আমরা পাই বইটি পড়লে।

বইটি পড়ে আমরা আরো জানতে পারি, বৃথা দুঃখ করে জীবন অতিবাহিত করা ঠিক নয়? তার থেকে যে কদিন আমরা পৃথিবীতে আছি, সে কদিন হেসেখেলে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। মরতে তো একদিন হবেই। মরার চিন্তা করে করে জীবনটা নষ্ট করে কী লাভ? বরং পৃথিবীতে জন্ম যখন নিয়েছি তখন একটি দাগ রেখে যাওয়া ভালো। যাতে মরার পরেও মানুষ আমাদের ভালোকাজের জন্য আমাদের স্মরণ করে।

এই বইটি থেকে আমরা আরো জানতে পারি, ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ নেকড়ে থেকেও ভয়ানক! এজন্য মানুষ থেকে সাবধান থাকতে হয়। মানুষের মধ্যে ভালোও আছে, আবার খারাপও আছে। মানুষের মধ্যে সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে। মানুষের ভালোটা নিতে হয়, আর মন্দ থেকে দূরে থাকতে হয়।

অন্যায় করা আর অন্যায় করে স্মৃতি রেখে দেওয়ার অর্থ হলো নিজের কবর নিজেই খোঁড়া। অন্যায় করা যেমন অনুচিত, তেমনই অন্যায়ের স্মৃতি মনে রাখাও অনুচিত। বরং উচিত তো সেটাই যে, আমাদের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেটা ত্যাগ করে ন্যায়ের পথে আসতে হবে।

যার যেটা কাজ নয়, সেটা করতে গেলেই ক্ষতি। তার চেয়ে বরং নিজের কাজটি ভালোভাবে করা উচিত। যার যেটা কাজ, সেটা যদি সে ঠিকভাবে পালন করে, তাহলেই শুভ হয়। নিজের হৃদয় আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে আলোয় আলোকিত হয় অন্যরাও।

আবার, আমরা জীবনের পথ চলতে গিয়ে দেখি, অপরের দোষ দেখার আগে নিজের মনটাকে দোষী করে নিতে হয়। দোষী মনই অপরের দোষ দেখে। তাই কারো দোষ দেখতে নেই। সকলকে আপনার করে নিতে হয়। মানুষের দোষ দেখতে দেখতে শুধু দোষই দেখা হয়। গুণ আর দেখা হয় না। এজন্য জীবনে শান্তি পেতে হলে, কারো দোষ দেখতে নেই। দোষ দেখতে হয় নিজের। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় আমরা বেশিরভাগ সময় নিজের দোষেই শাস্তি পায়। অথবা আমাদের যা ক্ষতি হবার তা নিজের ভুলেই হয়। বৃথা নিজের ক্ষতির জন্য বা নিজের বিপদের জন্য অন্যকে দোষারোপ করে আমরা বরং নিজ আত্মাকেই কলুষিত করি। বরং সবার মধ্যে সৎ গুণ দর্শন করে সকলকে আপন করে নেওয়াই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের ভুললে চলবে না, দোষীরাই অপরের দোষ দেখে। নির্দোষ দেখে অপরের গুণ। আমরা তো এটা জানিই, কেউ পর নয়, সকলেই নিজের। সকলেই এক থেকে বহু এবং অন্তিমে বহু থেকে এক। সকলেই এক প্রকৃতির সৃষ্টি। জীবনের এই সুন্দর পাঠটিও পায় বইটি পড়লে।

এই বইটির গল্প থেকে আমরা আরো জানতে পারি, ভুলের মাসুল দিতেই হয়। যে ভুল করবে, ভুলের দণ্ড তাকেই চুকাতে হবে। এজন্য আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে একই ভুল যাতে দ্বিতীয়বার করা না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

আমরা অনেক সময় সাত রাজার ধন নিজের ঘরে আনতে চাই। সমস্ত ঐশ্বর্য নিজের করায়াত্ত করতে চাই। অথচ সত্য তো এটাই, জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয় করার কোনো মানেই হয় না। আমরা কিছুই নিয়ে আসিনি আবার কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না। বরং আমাদের সঞ্চয় করা উচিত জ্ঞান। আমাদের বিতরণ করা উচিত বিদ্যা। আর আমাদের তাই করা উচিত, যা করলে জগতের কল্যাণ হয়। মানুষের মঙ্গল হয়। নিজের জন্য বেঁচে থাকা পাপ। অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই পবিত্রতা। আমাদের পবিত্র হতে হবে। আমি আমি করে মরে না গিয়ে আমরা আমরা করে সকলকে আপন করে নিতে হবে।

নিয়তি আমাদের মেনে নেওয়াই লাগে। নিয়তি খণ্ডানো যায় না। তবে আমাদের ভালো থাকার জন্য, মানুষের ভালো করার জন্য আর যারা আমাদের সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তাদের ভালো রাখার জন্য প্রচেষ্টা করে যেতে হয়। নিয়তি মেনে নেওয়াই যে জ্ঞানীর কাজ এরকম উপলব্ধি হয় এ বইয়ের গল্পগুলো পড়লে।

বইটি পড়লে জানা যায়, লোভের ফল কখনো ভালো হয় না। আমরা যখনই লোভে পড়ি, তখনই আমাদের বিপদ হয়। তখনই আমরা ভুল পথে পা বাড়াই। এজন্য জীবনে সর্বতোভাবে লোভ ত্যাগ করা উচিত। লোভের ফাঁদে যার একবার পা পড়ে, চোরাবালির মতো সে ক্রমশ ডুবে যেতে থাকে। লোভ ত্যাগ করাই প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। আর যে অজ্ঞান, সে ক্ষণে ক্ষণে লোভে পড়বে, আর ক্ষণে ক্ষণে প্রতারিত হবে।

তেমনি ভয়ে ভয়ে কোনো কাজ করলে, সে কাজের ফল কখনো ভালো হয় না। আমাদের কাজ করতে হয় সাহসের সঙ্গে। সাহস না থাকলে জীবনে কোনো কাজে সফলতা অর্জন করা যায় না। তবে সাহস হওয়া চায় সৎসাহস। দুঃসাহস বা অসৎসাহস ভালো নয়। তা জীবনে বিপদ ডেকে আনে। এমনকি জীবনটা ধ্বংসও করে দিতে পারে।

প্রকৃত বন্ধু চেনা যে বড়ো কঠিন। সেটাও জানতে পারি এই বইয়ের গল্প পড়ে। আমরা অনেক সময় বন্ধু ভেবে শত্রুকে আপন করে নিই। আপন

ভেবে আততায়ীর কাছে আসি। এবং বিপদে পড়ি। এজন্য বন্ধু নির্বাচনে আমাদের সজাগ হতে হয়। সদা জাগ্রত থাকতে হয়। ভুল বন্ধু আমাদের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে।

এই বইটি থেকে আমরা আরো জানতে পারি, খাদ্য ও খাদকের কখনোই বন্ধুত্ব হতে পারে না। পরস্পর বিপরীত মেরুর মধ্যেও কখনো বন্ধন তৈরি হয় না। বরং আমরা একে অপরের কাছাকাছি আসি নিজেদের প্রয়োজনে। আমাদের স্বার্থের মিল থাকলেই বন্ধুত্ব অটুট থাকে। অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি, এক পথের পথিক পরস্পরের কাছাকাছি থাকে।

একইভাবে, যার যা ধর্ম সে তা করবেই। যেমন আগুনের ধর্ম পোড়ানো। সে পোড়াবে। জলের ধর্ম শীতল করা। সে শীতল করবে। আর দুষ্টের ধর্ম ক্ষতি করা, সেও ক্ষতি করবে। এজন্য আমাদের মানুষ চিনতে হবে। পরিস্থিতি বুঝতে হবে। আর কার কী গুণ, সেটা বুঝে পথ চলতে হবে।

বইটির গল্পের ভুবনে ডুব দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, কোন্দলের পরিণাম কখনো ভালো হয় না। একে অপরের সঙ্গে কোন্দল করলে, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বে জড়ালে, শত্রুরা তার সুযোগ নেয়। এজন্য সদাসর্বদা নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখতে হয়। এমনকি সদ্ভাব বজায় রাখতে হয় অপরের সঙ্গেও। কেউ পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে এলেও বুদ্ধির সঙ্গে সেটা মোকাবিলা করতে হয়। আমাদের ভুললে চলবে না, রেগে গেলেই হেরে যেতে হয়। যে শান্ত থেকে সব পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে, আখেরে তারই জয় হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বার্থের কারণেই অপরের সঙ্গে মহৎ আচরণ করে। তাই, কে স্বার্থ উদ্ধার করতে চাচ্ছে, আর কে প্রকৃতই বন্ধু হয়ে এসেছে সেটাও বুঝে নিতে হয় আমাদের। শত্রু আর মিত্রের পার্থক্য, ভালো আর মন্দের তফাৎ, আলো আর অন্ধকারের প্রভেদ আমাদের বুঝে নিতে হয়। এ বইয়ে গল্পগুলো আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

ভেদাভেদ করা যে ভালো নয়, সেটাও জানতে পারি আমরা এই বই থেকে। সূর্য যেমন সকলকেই আলো দেয়, তেমনই মহৎ প্রাণ সকলের জন্য নিবেদিত হয়। আমরা যে এত এত আবিষ্কার দেখি, তা কি কেবল নিজের জন্য করেছিলেন বিজ্ঞানীরা? না। করেছিলেন সমস্ত মানবজাতির জন্য। এজন্য কূপমণ্ডূক হয়ে থাকা উচিত নয়। উচিত নয়, ভেদবুদ্ধি করা।

আমরা অনেক সময় আমাদের মনমতো কাজ পায় না। আমরা তখন হতাশায় ভুগি। আমাদের উচিত হতাশা থেকে বের হয়ে আসা। বরং কাজটিকে মনের মতো করে গড়ে নেওয়া। সবকিছু আমাদের মনের মতো

হয় না। তাকে মনের মতো করে নিতে হয়। মেনে নিতে হয়। মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া জীবনের বড়ো গুণ। এই গুণে মানুষ সুখে থাকতে পারে।

একইভাবে, অচেনা কাউকে হুট করে বিশ্বাস করা বড়ো দোষ। মানুষকে বিশ্বাস করার আগে বারংবার বাজিয়ে নিতে হয়। বুঝে নিতে হয় মানুষকে বিশ্বাস করা উচিত হবে কি না? মনে রাখতে হয়, এই মানুষের মধ্য থেকেই কর্মগুণে কেউ দেবতা হয়, কেউ দানব হয়। সুতরাং নিজেকে কারো কাছে সমর্পিত করার আগে তার সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নেওয়া উচিত। বোঝা উচিত, মানুষটিকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না?

এই বইটি পড়ে আমরা আরো বুঝতে পারি, আত্মরক্ষার্থে ছলনা করা দোষের নয়। আত্মরক্ষা পরম ধর্ম। নিজের আত্মরক্ষার জন্য, আততায়ীর হাত থেকে বাঁচার জন্য, সবধরনের চেষ্টা করা উচিত।

একইভাবে, যার যা কাজ নয়, সেটা করতে গেলেই বিপত্তি। আমাদের উচিত নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া। নিজের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া। অপরের কাজ করতে যাওয়া আর নিজের স্বকীয়তা ধ্বংস করা সমান।

ত্যাগের অপর নামই ভালোবাসা। ত্যাগের অপর নামই জীবন। জীবনের সৌন্দর্য ত্যাগে। ভোগে নয়। ভোগ তো সকলেই করতে পারে। ত্যাগ করতে পারে ক'জন? ত্যাগ শুধু মহৎ মানুষই করতে পারে। অন্যরা নয়। এই বইটি থেকে ত্যাগের এই সুমহান শিক্ষাও আমরা পাই।

এই বই থেকে আমরা আরো জানতে পারি, গাছ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। গাছ আছে বলেই আমরা আছি। গাছ ছাড়া এই সবুজ পৃথিবী ধুধু মরুভূমির মতোই নিষ্প্রাণ। গাছ ছাড়া আমাদের এই পৃথিবী একটি দিনও বেঁচে থাকতে পারে না। তাই তো বৃক্ষ রোপণে আমাদের নিবেদিত প্রাণ হওয়া উচিত। একইভাবে, বৃক্ষ নিধন বন্ধ করার জন্যও আমাদের কাজ করা উচিত।

জীবনবোধের এই ছোটো ছোটো গল্পের মালা গাঁথা হয়েছে এই বইটিতে। এই বইটি তাই আমাদের প্রভূত কল্যাণ করবে। মানবকল্যাণের এই শুভ প্রচেষ্টার ফলেই মলাটবদ্ধ হয়েছে ছোটোদের ছোটো ছোটো তেত্রিশটি গল্প নিয়ে 'গল্পে গল্পে নৈতিকতা' বইটি। এখন এ বইটি শিশুমন জয় করলেই আনন্দ! নিশ্চয় বইটি শিশুমন জয় করবে। বইটি উৎসুক পাঠকের মনজগৎকে সমৃদ্ধ করবে। গল্পের মধ্য দিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে তারা। জীবন বর্ণময় হবে। রঙিন হবে। আনন্দময় হবে।

সূচিপত্র

বোকামির দণ্ড ◆ ১৫
বণিক ও তার প্রতিবেশী ◆ ১৭
শেয়াল ও মুরগি ◆ ১৯
কুকুর ও বেড়াল ◆ ২১
সাপ ও বেজি ◆ ২৩
চাষি ও বৃদ্ধ গরু ◆ ২৫
এক জেলের গল্প ◆ ২৭
গোয়ালার গরু ◆ ২৯
কর্মফল ◆ ৩১
বনমোরগের গল্প ◆ ৩৩
গরু-ছাগলের দুঃখ ◆ ৩৫
খরগোশের গল্প ◆ ৩৭
চোরের কীর্তি ◆ ৩৯
তাঁতি ও ছাগল ◆ ৪১
ময়না ও অপরাজিতা ◆ ৪৩
হরিণ ও চোরাবালি ◆ ৪৫
গাছির সঞ্চয় ◆ ৪৭
বাঘ ও হরিণ ◆ ৪৯
ইঁদুর ও খাবারের বাক্স ◆ ৫১
চাষির পরিণতি ◆ ৫৩
কৃষকের আমোদ ◆ ৫৫
ইঁদুর-বেড়ালের বন্ধুত্ব ◆ ৫৭
বানর ও সিংহ ◆ ৫৯
আগুনের ধর্ম ◆ ৬১
কোন্দলের পরিণাম ◆ ৬৩
বণিকের ঘোড়া ◆ ৬৫
কাঁঠাল ও মাছি ◆ ৬৭
মানিয়ে নেওয়া ◆ ৬৯
মায়াবী দৈত্য ◆ ৭১
আত্মরক্ষা ◆ ৭৩
বিপত্তি ◆ ৭৫
আত্মত্যাগ ◆ ৭৭
কাঠুরিয়া ◆ ৭৯

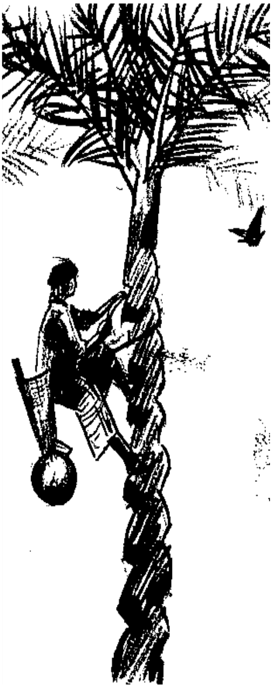

বোকামির দণ্ড

এক গৃহস্থের এক অদ্ভুত কুকুর ছিল। কুকুরটি মানুষের মতো কথা বলতে পারত। বাড়িতে নতুন কেউ এলে তাকে স্বাগত জানাত। কুকুরকে দিয়ে বাড়ি পাহারার কাজ যেমন চলত, তেমনি অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনাও চলত।

একদিন গৃহস্থ সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছেন। বাড়িতে কুকুরটি ছাড়া আর কেউ নেই। এক চোর অতিথি সেজে গৃহস্থের বাড়ির দরজায় এসে হাজির হলো। কুকুরটি চোরটার ছদ্মবেশ ধরতে পারল না। আপ্যায়ন করে বাড়ির ভেতরে ডেকে আনল। চোরটির হাতে একটা ছেঁড়া কাগজভরতি ব্যাগ ছিল। চোরটি চুরি করে বাড়ি থেকে যাবার সময় সেই ব্যাগটি নিয়েই বের হলো। শুধু ব্যাগের ভেতরে থাকা ছেঁড়া কাগজগুলো গৃহস্থের বাড়ি রেখে, সেই ব্যাগে মূল্যবান দ্রব্য ভরে নিলো।

গৃহস্থ বাড়ি এসে সব মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে গেছে দেখে হায় হায় করতে লাগল। কুকুরের কাছে কে এসেছিল জানতে চাইলে কুকুর জানাল, ‘একজন অতিথি এসেছিল।’ কুকুর অতিথির বর্ণনা, ব্যাগ নিয়ে আসা ও চলে যাওয়ার সবিস্তারে বর্ণনা করল।

গৃহস্থ তখন কুকুরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল আর মাথায় হাত দিয়ে বিলাপ করতে লাগল। গৃহস্থের বিলাপ শুনে পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক পথিক বলল, ‘যার যেটা কাজ নয়, তাকে দিয়ে সেটা করাতে গেলেই বিপত্তি। কুকুরের কাজ বাড়ি পাহারা দেওয়া। তুমি শুধু সেই কাজে তাকে রাখলে কোনো বিপদ হতো না। যাকে পাহারা দিতে রেখেছ, তাকে দিয়েই অভ্যর্থনার কাজ করিয়েছ। এ তো তোমারই বোকামি। এখন কুকুরটিকে ভর্ৎসনা করে কী লাভ? একই বোতলে বিষ ও ওষুধ কি রাখা যায়?’

প্রবাদ : ছাগল দিয়ে হাল চাষ, চাষির দুঃখ বারো মাস।
অদন্তের দাঁত হলো, কামড় খেতে প্রাণটা গেল।

সারকথা : যার যেটা কাজ নয়, তাকে দিয়ে সেটা করাতে গেলেই বিপদ।

বণিক ও তার প্রতিবেশী

এক শহরে এক ধনী বণিক বসবাস করত। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। বণিকের বাড়িটিও ছিল শহরের ধনী এলাকায়। শুধু বণিকের বাড়ির পাশে একটা গরিব পরিবার ছিল। বহু বছর ধরে তারা এখানেই বসবাস করছে। বণিক তার ধনী প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলেও, এই গরিব পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না। কথাবার্তাও তেমন চলত না।

একদিন বণিক তার বাড়িতে ভোজের আয়োজন করলেন। শহরের গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ এলেন তাঁর ভোজসভায়। বণিক যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলেন। আয়োজনে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। অতিথিবৃন্দ চলে যাবার সময় ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন বণিককে। বণিক দূরদূরান্তের অনেককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। শুধু গরিব প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করলেন না। বেশ কিছুদিন পর বণিক একটা বিপদে পড়লেন। বণিকের বাড়িতে আগুন ধরে গেল। ধনী প্রতিবেশীরা আগুন দেখেও প্রাণের ভয়ে এগিয়ে এলেন

শেয়াল ও মুরগি

এক বনে এক দুষ্টু শেয়াল বসবাস করত। বনের পাশে ছিল একটা সুন্দর গ্রাম। সেই গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়িতে থাকত এক মুরগি আর তার বাচ্চারা। রোজ মুরগি তার বাচ্চাদের মুখে তুলে খাইয়ে দিত। দেখতে দেখতে মুরগির বাচ্চারা বড়োসড়ো হয়ে গেল। তারা নিজেরাই খুঁটে খুঁটে খেতে শিখল। বাচ্চাদের নিয়ে মুরগির দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু সে সুখ বেশিদিন থাকল না। মুরগির গোলগাল বাচ্চাগুলোর দিকে নজর পড়ল দুষ্টু শেয়ালের। খুব লোভ হলো।

একদিন সুযোগ বুঝে মুরগির একটা বাচ্চা ধরে খেল। বাচ্চাটা শেয়ালের পেটে যেতে দেখে মুরগি শোকে দুঃখে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। ছুটে গেল শেয়ালকে ঠোকরাতে। শেয়াল তৈরি হয়েই ছিল। মুরগি আসছে দেখে মুরগিকেও কামড়ে ধরল। ভাগ্যিস মুরগির

লেজ কামড়ে ধরেছিল। মুরগির কয়েকটি পেখম ছিঁড়ে গেলেও মুরগি পালিয়ে বাঁচল। মুরগি ভয় পেয়ে গেলেও প্রতিশোধ নেবার কথা ভুলল না।

রোজ শেয়ালের গর্তে খড় নিয়ে জড়ো করতে লাগল। শেয়াল এত খড় কোথা থেকে আসছে, তলিয়ে দেখল না। বরং খড়ের নরম বিছানায় আরাম করে ঘুমাতে লাগল আর আগের মতোই মুরগির বাচ্চা ধরে ধরে খেতে লাগল। এভাবে শেয়ালের দিন হাসিখুশিতে আর মুরগির দিন শোকে দুঃখে চলতে লাগল।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর একরাতে শেয়াল তার গর্তে মনের আনন্দে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। মুরগি সুযোগ বুঝে উনুন থেকে একটুকরো জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিলো। ঠোঁটে করে কাঠ নিয়ে ফেলল শেয়ালের গর্তে। সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে আগুন ধরে গেল। শেয়াল কোনোক্রমে বাইরে বের হলেও বাঁচতে পারল না। মরবার সময় দুঃখ করে বলল, 'লোভে পড়ে মুরগির বাচ্চাগুলো খেয়ে আজ আমার এই পরিণতি হলো। আজ যদি লোভ না করতাম কিংবা শত্রুকে দুর্বল ভেবে অবহেলা না করতাম, তবে আজ আমাকে পুড়ে মরতে হতো না।'

প্রবাদ : লোভের ফাঁদে দিলে পা, মোক্ষ মুক্তি মেলে না।

সারকথা : শত্রুকে দুর্বল ভেবে অবহেলা করতে নেই। সদা সর্বদা সজাগ থাকতে হয়।